আমি প্রভুর দাসী

ফাঃ অজিত কস্তা, ও.এম.আই

ভূমিকাঃ "হে প্রভু, আমি তোমারই শ্রীমুখ খুঁজে ফিরি" (সামসঙ্গীত ২৭ঃ৮)। প্রতিটি ব্যক্তি মানুষই জন্ম লগ্ন থেকে সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিপদে-আপদে-দুঃখে-কষ্টে-আনন্দে-সুসময়ে তথা সর্বদা। তাঁর সে খুঁজা অনন্ত। খুঁযার লক্ষ্য প্রভুর সাথে মহামিলন। যতক্ষণ না পর্যন্ত মানুষ প্রভুকে খুঁযে না পান ততক্ষণ পর্যন্ত তার আত্মা থাকে অস্থির। তাই সাধু আগষ্টিন তার লেখা বই "স্বীকারোক্তি" তে বলেন, "হে প্রভু আমার আত্মা তোমার সাথে মিলিত হবার জন্য সর্বদা অস্থির"।

মানব মুক্তির ইতিহাসে "মুক্তিদাতা প্রভু" নিজেই মানুষকে খুঁযার জন্য এ ধরাতলে নেমে আসেন। কুমারী মারীয়া তাঁর আগমনকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে আনন্দে গেয়ে উঠেছিলেন "আমি প্রভুর দাসী। তোমারও বারতা আমাতে পূর্ণ হোক"। যীশু তাঁর শিষ্যদের যে প্রার্থনা শিখিয়েছিলেন যাকে আমরা "প্রভুর প্রার্থনা" বলি এ প্রার্থনার পরই যে প্রার্থনা সর্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী প্রার্থনা তা হলো মায়ের এ প্রার্থনা "আমি প্রভুর দাসী"। মায়ের এ অভিব্যক্তি, পরমপিতার মুক্তির পরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ, ঈশ্বরের মা হবার জন্য আত্মসর্মপণ এবং সমগ্র মানবজাতির মা হবার জন্য আত্মপ্রকাশের প্রার্থনা। যা "জপমালা" প্রার্থনায় পূর্ণতা পেয়েছে।

জপমালা প্রার্থনার মাধ্যমে খ্রীষ্টভক্তগণ "যীশুর মুক্তিরহস্যগুলো" তথা "আনন্দময়-শোকময়-গৌরবময়-জ্যোর্তিময়" রহস্যগুলোর উপর ধ্যান করেন। ধ্যান-প্রার্থনা-জপের মধ্য দিয়ে যীশুর ত্রাণশক্তিতে পরিত্রাণের পথে যাত্রা করেন।

মুক্তির রহস্যগুলো নিয়ে 'ধ্যান' করার সময় ভক্তের অন্তর আনন্দে নেচে উঠে। ঠিক যেমনটি মায়ের অন্তর আনন্দে নেচে উঠেছিল গাব্রিয়েল দূতের মুখ থেকে মুক্তিদাতার মা হবার সংবাদ শুনে। জপমালা জপের পর তাই ভক্তসন্তান মায়ের প্রশংসায় ও আনন্দে গেয়ে উঠে তাঁর স্তবগান।

মাতামন্ডলী মার প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সম্মান প্রদর্শনাতে মাকে বিভিন্ন মধুর ও হৃদয়স্পর্শী নামে আখ্যায়িত করেছেন। মাকে দেয়া প্রতিটি নামই ভক্তসন্তান উচ্চারণের মধ্য দিয়ে হৃদয়গভীরে অনুভব করে মহাআনন্দ, খুঁজে পায় শক্তি, প্রেরণা, চেতনা ও বিশ্বাসে হয়ে উঠে বলীয়ান। আমার এ লেখায় মাকে যেসব মধুর নামে চিহ্নিত করে স্তব সাজানো হয়েছে তারই মাধুর্য্য তুলে ধরতে চেষ্টা করছি।

কুমারী মারীয়ার স্তবের মাধুর্য্যঃ

পবিত্রা মারীয়াঃ "তোমাদের স্বর্গনিবাসী পিতা যেমন সম্পূর্ণ পবিত্র, তেমনি তোমাদেরও হতে হবে সম্পূর্ণ পবিত্র" (মথি ৫ঃ৪৮)। মারীয়া নামের দুটো অর্থ রয়েছেঃ 'মহিমান্বিত' ও 'তিক্ত'। পরম পিতা তাঁকে তাঁর সন্তানের মা হিসাবে মহিমান্বিত করেছেন। পরম পিতার মুক্তিকর্মে সহযোগী হিসাবে মার জীবনে নেমে আসে অবর্ণণীয় শোক ও বেদনা। যা তিক্তায় ভরপুর ছিল। এরপরও তিনি পবিত্রতার পথে চলেছেন বিশ্বাসী অন্তর নিয়ে। তাই সাধু যেরোম বলেন, 'পবিত্রকরণ ছাড়া মারীয়া নামের আর কি অর্থই বা হতে পারে?"

ঈশ্বরের পবিত্রা জননীঃ "আমার এমন সৌভাগ্য হল কি করে যে, আমার প্রভুর মা আমার কাছে এলেন?" (লূক ১ঃ ৪৩)। কুমারী মারিয়ার জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দের বিষয় হলো তিনি ঈশ্বর জননী। অর্থাৎ ঈশ্বরকে তিনি বহন করেন। তাঁর পুত্রকে তাঁর গর্ভে ধারণ করেছেন। তাঁর সাথে থেকে মানব এাণকর্মে সক্রিয় রয়েছেন।